দৈনিক

16 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পদ্মার চরে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ॥ মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মানিকগঞ্জ, ১৫ জুন ॥ দেশের অন্যান্য স্থানের মতো মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায়ও ব্র্যাক শুরু করেছে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। উদ্দেশ্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিব অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দেয়া আর দক্ষ কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার নির্মল আলোয় আলোকিত করে তোলা।

হরিরামপুর জনবহুল রাজধানী ঢাকা থেকে ৯৫ কিলোমিটার দূরে। এ উপজেলা সদরের দক্ষিণে জেগে উঠেছে পদ্মার বিশাল এক চর। এর দৈর্ঘ্য পূর্ব ও পশ্চিমে ৪৫ কি.মি. এবং প্রস্থ উত্তর-দক্ষিণে ১৮ কি.মি.। পদ্মার বুক চরে জেগে ওঠা এ চর মূলত হরিরামপুর উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। দিনে দিনে এখানে বাড়ছে জনসংখ্যা আর বসতি। বর্তমানে এই চরে ৪০ হাজার মানুষের বসবাস। এদের একটি অংশ শিশু। এই শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলোকবর্তিকার বিচ্ছুরণ ঘটাবার জন্যই উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ব পরিচিত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক।

উপ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এফএনপিই) কার্যক্রম ছাড়াও ব্র্যাক তার এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রামের (ইএসপি) মাধ্যমে অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার (এনজিও) সঙ্গে পার্টনারশিপে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত চরাঞ্চল বিশেষ করে হাওড়-বাওড়, তিন পার্বত্য জেলার দুর্গম লোকালয়, নিঝুম দ্বীপ ও হাতিয়াসহ বৃহত্তর সিলেটের চা বাগান এলাকার সমস্ত সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্র্যাক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। হরিরামপুর উপজেলা সদর থেকে ৫/৬ কি.মি. দীর্ঘ পদ্মার নৌপথ পাড়ি দিয়ে এই চরে পৌঁছাতে হয়। চরের ভেতরে যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে ছোট নৌকা, বাইসাইকেল, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি। তবে কাছাকাছি যে কোন দূরত্বের ক্ষেত্রে হেঁটে চলাই শ্রেয়। এলাকার প্রধানদের কাছ থেকে জানা যায়, এই চরের বয়স ৪০ থেকে ৪৫ বছর। অথচ, ২০০৫ সালে এখানে ব্র্যাক আসার আগে এতটা বছর এখানকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষা কী জিনিস তা জানতই না! ফলে অনেকেই এখানে নিরক্ষরতার অভিশাপ নিয়ে বেড়ে উঠেছে।

গত ২০০৫ সালে পার্টনার এনজিও হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এইচআরডিএস) এবং এডুকেশন এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ইআরডিএফ)-এর মাধ্যমে চরাঞ্চলের সুযোগবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৫ সালে ২০টি স্কুল প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচী সফল হলে চলতি ২০০৮ সালে সোসিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসইডিএস) নামে একটি এনজিওর পার্টনারশিপে ঐ চরের বিভিন্ন স্থানে চলছে আরও ২৪টি স্কুল। অর্থাৎ ৪৪টির প্রতিটি স্কুলেই ৮ বছর থেকে ১১ বছর পর্যন্ত বয়সী ছেলেমেয়েরা শিক্ষার্থী। এবং প্রত্যেক ক্লাসে মোট ৩০ ছাত্রছাত্রী। মজার ব্যাপার, এদের ৭০ ভাগ মেয়ে শিশু। এখানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩২০ জন। এই চরের স্কুলগুলোয় ছাত্রছাত্রীরা বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করে থাকে। ২০০৭ সালে ৩শ' শিক্ষার্থী তাদের কোর্স সমাপ্ত করে ৪র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। চরাঞ্চলের শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রতিমাসে শিক্ষার্থী ও স্কুলের সার্বিক উন্নয়নে স্কুল কমিটিসহ অভিভাবক সভা এবং ক্লাসে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বাড়িতে খোঁজখবর নিয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বছর মেয়াদী এ কার্যক্রমে বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি ও ইংরেজী পাঠ্য ছাড়াও সাধারণ জ্ঞান চর্চা, গল্পের বই পড়া, পত্রপত্রিকা পড়ার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এভাবেই চরের পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত শিশুরা তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই কার্যক্রম সম্পর্কে ব্র্যাকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ রেজাউল করিম রেজা জানান, বর্তমানে সারাদেশে ৭১৪টি এনজিও ব্র্যাকের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ৮ হাজার ২শ' ৫০টি স্কুল পরিচালনা করছে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচী আগামীতে আরও বিস্তৃত হবে। এ প্রসঙ্গে এইচআরডিএস পরিচালক মঞ্জুর আলম খান জানান, স্কুল প্রতিষ্ঠার পর গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সেকেলে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সন্তানের শিক্ষার প্রতি বাবা-মা তথা অভিভাবকদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে এবং তারা এখন পরিবেশ সচেতনও হয়েছে। ইআরডিএফ নির্বাহী বোরহান আহমেদ এই শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, হরিরামপুরের চরের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা এখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের জন্য জমি কেনা হয়েছে। এখন প্রয়োজন শুধু সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক সহযোগিতা। তিনি আরও বলেন, এই চরাঞ্চলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। লেছড়াগঞ্জ ও আজিমপুর ইউনিয়নে যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে তাতে ভবিষ্যতে চরের ছাত্রছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান হওয়া দুরূহ ব্যাপার হবে। তাই, এখানে অবিলম্বে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরী।